ইত্তেফাক

তারিখ 1 0 NOV 1985
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

027

পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি

॥ ওসমান গনি মনসুর ॥

চট্টগ্রাম, ৫ই নভেম্বর—সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য বিশেষতঃ প্রতি বছর এই উভয় স্তরের বিপুল সংখ্যক অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর হতাশা সর্বোপরি জাতীয় অপচয়রোধকল্পে ২২ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রফেসর মোঃ শামসুল হককে এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে কমিটির সদস্য সচিব নিযুক্ত করা হইয়াছে। কমিটি আগামী সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে তাহাদের সুপারিশ মালাসহ (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

উচ্চ পর্যায়ের কমিটি

(১ম পৃঃ পর)

একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করিবেন। কমিটির কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ছয়টি নীতিমালা নির্ধারণ পূর্বক মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৭৮ সালের কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন সময়ে অনুভূত হইয়াছে। এবং ইহাতে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতি বৎসর উভয় স্তরের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হওয়ায় ব্যাপক হতাশা ও জাতীয় অপচয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টে এই বিষয়টির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্প্রতি বিষয়টির উপর ব্যাপকভাবে পর্যালোচনার পর এই প্রেক্ষিতে সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, 'এই ব্যাপারে আর বিলম্ব করা সমীচীন হইবে না। কেননা পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সহিত কতকগুলি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত।

নির্ধারিত নীতিমালাসমূহ হইতেছে (ক) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করার সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা, (খ) প্রশ্নপত্র রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) প্রশ্নের অনুপাত নির্ধারণ. (গ) পরীক্ষা অনুষ্ঠান পদ্ধতি পর্যালোচনা, (ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়নের রীতি পর্যালোচনা, (ঙ) পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ পদ্ধতি পর্যালোচনা (চ) পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন ও নম্বর প্রদানের ব্যাপারে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রেডিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা।